কালের কণ্ঠ

তারিখ ২১ NOV 2015
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ১

প্রাথমিক শিক্ষকদের মর্যাদা

মানসম্মত শিক্ষাও নিশ্চিত করতে হবে

নতুন জাতীয় বেতন কাঠামোতে পরিবর্তন এনে দেশের ৬৩ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের পদমর্যাদা এক ধাপ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারের এ সিদ্ধান্ত অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ই শিক্ষার সূতিকাগার। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে রেখেছে। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সেভাবে মূল্যায়ন করা হয় না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতাদি যেমন কম, তেমনি তাঁদের উপযুক্ত মূল্যায়নও হয় না। অথচ এই শিক্ষকরাই জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার প্রথম কারিগর হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। নতুন জাতীয় বেতন স্কেলে নিজেদের অবস্থান নিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। ১৯৭৩ সালে জাতীয়করণের পর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকদের মধ্যে পার্থক্য ছিল এক ধাপ। ২০০৬ সালে এই পার্থক্য বেড়ে হয় দুই ধাপ। এই বৈষম্য দূর করার দাবিতে গত অক্টোবর মাসে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নানা কর্মসূচিও পালন করেন। শিক্ষকদের আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াতে সরকারও কঠোর অবস্থান নেয়। তাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ালেও তাঁদের ক্ষোভ প্রশমিত হয়নি। এ অবস্থায় সরকারের ইতিবাচক সিদ্ধান্ত শিক্ষকদের উৎসাহিত করবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের পদমর্যাদা এক গ্রেড উন্নীত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রধান শিক্ষকদের গেজেটেড পদমর্যাদা দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে বলেও জানা গেছে।

শিক্ষার মান উন্নত করতে সবার আগে প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষক। কিন্তু আমাদের দেশে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা এমনভাবে রাখা হয়েছে যে মেধাবী শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ শেষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় আগ্রহ বোধ করেন না। অথচ ভবিষ্যৎ শিক্ষার মেরুদণ্ড প্রাথমিক শিক্ষার ভেতর দিয়েই গড়ে ওঠার কথা। সে ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও সরকার ইতিবাচক কিছু পরিবর্তন আনতে পারে। তাতে দেশে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা যাবে। শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হলে দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোগত পরিবর্তনও আনতে হবে। মনে রাখা দরকার, শিক্ষার জন্য সবার আগে প্রয়োজন পরিবেশ। সেই পরিবেশ নিশ্চিত করবে মানসম্মত শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান। আমরা আশা করব, সরকারের এই সিদ্ধান্ত খুব শিগগির কার্যকর হবে এবং শিক্ষার মান উন্নত করতে মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।